৪৩

যায়যায়দিন
JUL 17 2006

শিক্ষকদেরকে দেয়া কথা রাখেননি দু'নেত্রীর কেউ

একই দৃশ্যের যেন পুনরাবৃত্তি। ১৯৯৪ সালে সব দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস দিয়ে শিক্ষকদের অনশন ভাঙান শেখ হাসিনা। পরের ছবিটি ২০০১ সালের। একই আশ্বাস দিয়ে শিক্ষকদের অনশন ভাঙান খালেদা জিয়া —ফাইল ছবি

বিরোধী দলে থাকলে আশ্বা

ক্ষমতায় গেলে অবজ্ঞা

মুহম্মদ যাকারিয়া, আতিক রহমান পূর্ণিয়া

দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দ দুই শীর্ষ নেত্রী যখনই বিরোধী ছিলেন, তখনই একাত্মতা প্র করেছেন শিক্ষকদের দাবির স প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ক্ষমতায় গে শিক্ষকদের দাবি পূরণ করবেন। আ পেয়ে একাধিকবার আমরণ অন ভেঙেছেন শিক্ষকরা। রাজপথ থেকে ফিরে পৃ১৫ ক

শিক্ষকদেরকে দেয়া কথা রাখেননি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গেছেন ক্লাসে। অথচ বিরোধীদলীয় নেতা থেকে ক্ষমতায় গিয়ে শেখ হাসিনা কিংবা খালেদা জিয়া কেউই শিক্ষকদের দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি। কেবল আশ্বাসে আশ্বাসে শিক্ষকদের কেটে গেছে এক যুগ। আন্দোলন চলাকালে বারবার এ ধরনের আশ্বাস পেয়েছেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা। আশ্বাস পেয়েছেন বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরাও। কিন্তু আশ্বাস পূরণ হওয়া তো দূরে থাক, দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে গত দুটি সরকারের সময়েই নানাভাবে নির্যাতিত-নিপীড়িত হয়েছেন শিক্ষকরা।

১৯৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল থেকে ১০০ ভাগ বেতন ভাতা দেয়াসহ ১৫ দফা দাবিতে বেসরকারি স্কুল-কলেজে অবিরাম ধর্মঘট শুরু করেন শিক্ষকরা। কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির ব্যানারে ১১ জুন থেকে ঢাকায় জাতীয় ক্লাবের সামনে শুরু হয় মহাঅবস্থান ও আমরণ অনশন। কর্মসূচির সপ্তম দিনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা অনশনরত শিক্ষকদের শরবত পান করিয়ে অনশন ভাঙান। অনশন ভাঙাতে গিয়ে শেখ হাসিনা শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে শিক্ষকদের সব ন্যায্য দাবি মেনে নেবে। এরও আগে ১৩ জুন জাতীয় ক্লাবের সামনের রাস্তায় তৈরি মঞ্চে শিক্ষকদের সমাবেশে তাদের আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন শেখ হাসিনা। বলেন, আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতায় যায় তাহলে ন্যায্য দাবি আদায়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আর রাস্তায় নামতে হবে না। আন্দোলন চলাকালে একই বছরের ২০ মে তৎকালীন শিক্ষক সংগ্রাম পরিষদের কো-চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান ও সমন্বয়কারী কাজী ফারুক আহম্মেদসহ শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় ক্ষমতায় গেলে শিক্ষকদের দাবি মেনে নেবেন বলে আশ্বাস দেন শেখ হাসিনা।

কিন্তু ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন হলেও চাকরি জাতীয়করণ ও ১০০ ভাগ বেতনের দাবিতে শিক্ষকদের আবার ৪৯ দিন লাগাতার ধর্মঘট করতে হয়েছিল। তৎকালীন সরকারের সময় শিক্ষকদের কিছু দাবি নামমাত্র মেনে নেয়া হলেও জাতীয়করণের দাবি শিক্ষকদের কাছে সুদূরপরাহতই থেকে যায়।

একই দাবিতে ২০০১ সালে আবার দানা বাঁধতে থাকে শিক্ষক আন্দোলন। ২০০১ সালের ২ জুলাই শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের ব্যানারে শিক্ষকরা ছয় দফা

থেকে সাড়া না পেয়ে ৩ জুলাই থেকে ঘোষণা করা হয় আমরণ অনশন কর্মসূচি। এর আগের দিন রাত ৮টায় প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া এমপি, ভাইস চেয়ারম্যান শামসুল ইসলাম এমপি, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান এমপি ও নাজিম উদ্দিন আলম এমপি শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেন। ৫ জুলাই সকাল সাড়ে ১০টায় তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মক্কা থেকে ওমরা পালন শেষে জিয়া বিমানবন্দর থেকে সরাসরি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশনরত শিক্ষকদের কাছে যান। ক্ষমতায় গেলে শিক্ষকদের দাবি পূরণ করবেন বলে আশ্বাস দেন তিনি। খালেদা জিয়া অনশনরত অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নান ও বাবু অজিত কুমার সরকারকে শরবত পান করিয়ে অনশন ভাঙান। এর আগে ২০০০ সালের ২ জুন ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি ও বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদের যৌথ প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা খালেদা জিয়া বলেন, সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা যাতে বেতন ভাতাসহ সুষম শিক্ষার সুযোগ পেতে পারেন সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। খালেদা জিয়ার এ বক্তব্যের পরই শিক্ষক নেতাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারি অংশ ১০০ ভাগ দেয়ার বিষয়টি বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে রাখার প্রতিশ্রুতি দেন।

গত নির্বাচনে বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে ৩.১০ নং ধারায় 'শিক্ষা' অংশে উল্লেখ করা হয়, 'মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা এবং কলেজ শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি অনুদানের পরিমাণ ১০০% করা হবে।' এ অংশের শেষে উল্লেখ করা হয়, 'শিক্ষক-কর্মচারীদের সমস্যাদির যুক্তিসঙ্গত সমাধান করা হবে।' বর্তমান সরকারের মেয়াদের আর মাত্র তিন মাস বাকি থাকলেও এখন পর্যন্ত ১০০ ভাগ বেতন প্রদানের দাবি মেনে না নেয়ায় গত ৫ জুলাই থেকে দেশের ২৬ হাজার বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় লাগাতার ধর্মঘট করছেন প্রায় পাঁচ লাখ শিক্ষক-কর্মচারী। ইশতেহারের এ অংশে আরো বলা হয়েছে, সব বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল সরকারি করা হবে।

উল্লেখ্য, ১৯৮০ সাল পর্যন্ত দেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকারের কাছ থেকে নামমাত্র একটি থোক বরাদ্দ পেতেন। জিয়াউর রহমানের সরকারের আমলে প্রথমবারের মতো বেসরকারি

সরকারের ৯ বছরে শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ দুই ধাপে উন্নীত করা হয় ৭০ শতাংশে। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৪ সালে শিক্ষকরা ১০০ ভাগ বেতন দাবি করলেও তা ১০ শতাংশ বাড়িয়ে ৮০ ভাগ করা হয়। তারপর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে আগের সরকারের পথ ধরে আরো ১০ ভাগ বাড়িয়ে তা ৯০ শতাংশে উন্নীত করে।

আশ্বাস পেয়েছেন বেসরকারি প্রাইমারি শিক্ষকরাও : চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা ১৯৯৫ সালের ১৮ নভেম্বর থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন জাতীয় ক্লাবের সামনে। অনশনের পঞ্চম দিন বিকালে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতারা শিক্ষকদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। শেখ হাসিনা এ সময় শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেতে পারলে আপনাদের আর রাজপথে থাকতে হবে না। সব দাবি-দাওয়া মেনে নেয়া হবে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবি পূরণ না হলে আবারও আন্দোলনে নামেন শিক্ষকরা। ১৯৯৭ সালের ৩০ মে থেকে ওসমানী উদ্যানে সামসুল আলমের নেতৃত্বে আমরণ অনশন শুরু করে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। ৩ জুন তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা খালেদা জিয়া এসে শিক্ষকদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। তিনি ঘোষণা দেন, আগামী নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় এলে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করা হবে। কথাটি তিনি পরপর তিনবার উচ্চারণ করেন। এর এক বছর পর ১৯৯৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধান অতিথি করে ঢাকার বাণিজ্য মেলার মাঠে মহাসমাবেশ করেন শিক্ষকরা। সেখানে তিনি চাকরি জাতীয়করণের ঘোষণা না দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ ১০ ভাগ বাড়িয়ে ৮০ ভাগে উন্নীত করেন। ২০০০ সালের ১৯ ডিসেম্বর বিরোধীদলীয় নেতা খালেদা জিয়াসহ চার দলের নেতাদের নিয়ে মহাসমাবেশ করেন শিক্ষকরা। সমাবেশে খালেদা জিয়া ঘোষণা দেন, জোট ক্ষমতায় গেলে চাকরি জাতীয়করণ করা হবে। সমাবেশে নির্বাচনী ইশতেহারও ঘোষণা করা হয়। বর্তমান সরকারের সময়ও দু'বার আমরণ অনশন করে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী আশ্বাস দিয়ে অনশন ভাঙালেও শিক্ষকদের মূল দাবি পূরণ হয়নি। জাতীয়করণের দাবিতে আগামী ২ আগস্ট থেকে স্কুল বন্ধ রেখে অবিরাম অবস্থান ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছেন বেসরকারি